কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত(পাল)

২০২০ সালের সি. আর. আর ৫৯৭

সহ

২০২২ সালের সি. আর. এ. এন ২

নবনীতা দে ও আরেকজন

বনান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ বরিষ্ঠ বিজ্ঞ বিচারপতি শ্রী মিলন মুখার্জি

শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না।

রাজ্যের জন্যঃ বিজ্ঞ পি.পি বিজ্ঞ শ্রী শৈবাল বাপুলি,

শ্রী বিবাসওয়ান ভট্টাচার্য।

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ৩০.০৮.২০২৩

বিচার - **২৬.০৯.২০২৩**

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)-

১. বর্তমান সংশোধনীটি ১৭.০১.২০২০ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা ২০১৯ সালের এস.সি. মামলা নং ৩৩৯ সম্পর্কিত, যা ২০১৭ সালের জি.আর. মামলা নং ৩৮২৭ থেকে উদ্ভূত, দত্তপুকুর থানা মামলা নং ৬৫৮/২০১৭ তারিখের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৪ ধারার অধীনে, যার ফলে আবেদনকারীদের তাৎক্ষণিক মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীদের মামলা হল, আবেদনকারীরা আত্মীয়তার দিক থেকে ভিন্ন মেসে বসবাসকারী ননদ, অন্যদিকে বিপরীত পক্ষ নং ২ তাদের শাশুড়ি।

৩. দত্তপুকুর থানার মামলা নং 658/2017 তারিখ 05.08.2017 তদন্তের জন্য দত্তপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শকের কাছে প্রতিপক্ষ নং 2 এর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারীদের দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 306/34 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

৪. উক্ত অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই যে, আবেদনকারী নং ১ তার স্বামী অর্থাৎ বিপরীত পক্ষ নং ২ এর বড় ছেলেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন।

৫. আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা বিপরীত পক্ষ নং ২-এর ছেলেকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করতেন। বিপরীত পক্ষ নং ২-এর পক্ষ থেকেও এটি বলা হয়েছে

আবেদনকারীদের নির্যাতনের কারণে তিনি মধ্যমগ্রামে তার মেয়ের বাড়িতে থাকতেন।

৬. অবশেষে ০২.০৮.২০১৭ থেকে ০৪.০৮.২০১৭ তারিখে আবেদনকারী নং ১-এর স্বামী তার ঘর থেকে বের না হওয়ায়, আবেদনকারী নং ১ পুলিশকে অবহিত করেন। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘর থেকে মৃতের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

৭. তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 306/34 এর অধীনে 17.01.2018 তারিখের চার্জশিট নং 12/2018 দাখিল করা হয়েছিল।

আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মিলন মুখার্জি দাখিল করেছেন যে মৃত ব্যক্তি একজন অভ্যাসগত মাতাল ছিলেন এবং বাড়ির বন্দীদের উপর নির্যাতন করতেন। এই কারণে, মৃত ব্যক্তি রান্নাঘরে থাকতেন। ০২.০৮.২০১৭ তারিখে, মৃত ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে ঘরের তালা লাগিয়ে দেন। ০৪.০৮.২০১৭ পর্যন্ত ঘরটি খোলা না হওয়ায়, আবেদনকারী নং ১ পুলিশকে অবহিত করেন, যারা ঘরটি খুলে দেখেন যে মৃত ব্যক্তির স্বামী মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন এবং দেহটি পচা অবস্থায় ছিল।

৯. আবেদনকারীরা দাখিল করেছেন যে, তার মেয়ের নির্দেশে এবং আবেদনকারীদের তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপরীত পক্ষ নং ২ তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে।

১০. যেহেতু মৃত ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ায় আবেদনকারীদের দ্বারা প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনও রেকর্ড রেকর্ডে ছিল না, তাই আবেদনকারীরা মামলা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করে ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারার অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন।

১১. ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ ধারার অধীনে আবেদনটি বিজ্ঞ বিচারকের সামনে শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হয়, যখন বিজ্ঞ বিচারক ১৭.০১.২০২০ তারিখের আবেদনকারীদের প্রার্থনা খারিজ করার আদেশে সন্তুষ্ট হন।

১২. আরও বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির দ্বারা আবেদনকারী নং ১-এর উপর নিয়মিত নির্যাতন চালানোর কারণে, আবেদনকারী নং ১ দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হন, যা ১৯.১০.২০১৬ তারিখের দত্তপুকুর থানা মামলা নং ৮২১/২০১৬ হিসাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারার অধীনে নথিভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে, আবেদনকারী নং ১ তার সন্তানদের নিয়ে মৃতের থেকে আলাদাভাবে বসবাস করতেন।

১৩. আবেদনকারী নং ২ আবেদনকারী নং ১ এর থেকে আলাদা একটি বাড়িতে থাকেন। তার স্বামী এবং তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আরও যৌতুকের দাবিতে তাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ তিনি তার স্বামী, বিপরীত পক্ষ নং ২, শ্যালিকা এবং শ্যালিকার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। উক্ত মামলাটি দত্তপুকুর থানায়, মামলা নং ৬০৮/২০১৬ তারিখে ০৯.০৮.২০১৬ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮A ধারা এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের ধারা ৩ এবং ৪ এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

১৪. আরও বলা হচ্ছে যে, কোনও উস্কানিমূলক কাজ করার ইঙ্গিত দেওয়ার মতো রেকর্ডে কিছুই নেই এবং তাই, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারার অধীনে অভিযোগ স্পষ্টতই বহাল রাখা যায় না এবং এইভাবে বিজ্ঞ বিচারক আবেদনকারীদের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে গুরুতর ভুল করেছেন।

১৫. বিরোধপূর্ণ কার্যক্রম আদালতের প্রক্রিয়ার চরম অপব্যবহার, যা যদি চলতে দেওয়া হয়, তাহলে হয়রানি ও নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হবে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি বাতিল করা হবে।

১৬. এফআইআরে প্রদত্ত বিপরীত পক্ষ নং ২-এর ঠিকানার উপর জবানবন্দি খামের উপর স্বাক্ষর থেকে দেখা যায় যে বিপরীত পক্ষ 'অনুপস্থিত', 'অপর্যাপ্ত ঠিকানা'।

১৭. রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী শৈবাল বাপুলি কেস ডায়েরিটি জমা দিয়েছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে:-

i) মৃত ব্যক্তি একজন মদ্যপ ছিলেন এবং ০২.০৮.২০১৭ তারিখে তিনি মাতাল অবস্থায় বাড়িতে এসে তার ঘরে যান এবং দুই দিন বাইরে আসেননি।

ii) দুই দিন পর, আবেদনকারী নং ১, পুলিশকে অবহিত করেন, পুলিশ এসে মৃত ব্যক্তির ঘরের দরজা ভেঙে তার পচা লাশ দেখতে পান।

iii) ০৫.০৮.২০১৭ তারিখের পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ:-

“..... তদন্তের সময় জানা যায় যে মৃত ব্যক্তি নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করতেন এবং গৃহবন্দীদের বিরক্ত/নির্যাতন করতেন। তাই তার থাকার জন্য রান্নাঘর ঠিক করা হয়েছিল। ০২.০৮.২০১৭ তারিখে তিনি মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসেন

এবং ঘরে প্রবেশ করে এবং ভিতর থেকে ঘরটি বন্ধ করে দেয়। গত ২ দিন ধরে দরজা না খোলার কারণে ০৪.০৮.২০১৭ সন্ধ্যায় মৃতের স্ত্রী বিষয়টি পুলিশকে জানায় এবং সেই অনুযায়ী পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা খোলে এবং তার মৃতদেহ ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়।"

iv) তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি একজন মাতাল ছিলেন এবং দুই দিনের জন্য তাঁর ঘর তালাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় যে, অভিযুক্ত/স্ত্রী যখন জানান যে, মৃত ব্যক্তি দরজা খুলছেন না, তখন পুলিশ এসে দরজা খোলার পর মৃত ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। (পুলিশ যে দরজা খুলেছে তাও লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে)।

১৮. আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন -এর ৩০৬/৩৪ ধারার অধীনে করা হয়েছে।

১৯. **ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৬-এ বলা হয়েছেঃ-**

৩০৬. "আত্মহত্যায় প্ররোচনা-*যদি কোনও ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, যে এই ধরনের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়, তবে তাকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং জরিমানাও দিতে হবে।*

অপরাধের উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ- ধারা ৩০৬ এর অধীনে অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপ:

(১) কোনও ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

(২) অভিযুক্ত আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার ফলে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

২০. ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় বলা হয়েছেঃ-

"ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা-

১০৭. একটি জিনিসের প্ররোচনা*-একজন ব্যক্তি একটি জিনিস করতে সহায়তা করে, যিনি-*

(প্রথম)-যে কোনও ব্যক্তিকে সেই কাজটি করতে প্ররোচিত করে; অথবা

(দ্বিতীয়ত)-সেই কাজটি করার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তির সাথে জড়িত থাকে, যদি সেই ষড়যন্ত্রের অনুসরণে এবং সেই কাজটি করার জন্য কোনও কাজ বা অবৈধ বাদ দেওয়া হয়; অথবা

(তৃতীয়ত)-ইচ্ছাকৃতভাবে, যে কোনও কাজ বা অবৈধ বাদ দিয়ে, সেই কাজটি করতে সহায়তা করে।

ব্যাখ্যা ১*-যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল উপস্থাপনা করে, বা এমন কোনও বস্তুগত তথ্য গোপন করে যা সে প্রকাশ করতে বাধ্য, স্বেচ্ছায় কারণ বা সংগ্রহ করে, বা কোনও কাজ করার কারণ বা সংগ্রহের চেষ্টা করে, তাকে সেই কাজটি করতে প্ররোচিত করা বলে বলা হয়। দৃষ্টান্ত এ, একজন সরকারী কর্মকর্তা, বিচার আদালতের একটি পরোয়ানা দ্বারা জেড বি-কে গ্রেপ্তার করার জন্য অনুমোদিত, এই সত্যটি জেনে এবং সি জেড নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে এ-কে প্রতিনিধিত্ব করে যে সি হল জেড, এবং এর ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে এ-কে সি-কে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য করে। এখানে বি প্ররোচনার মাধ্যমে সি-এর আশঙ্কা প্ররোচিত করে।*

ব্যাখ্যা ২*-যে ব্যক্তি কোনও আইন প্রণয়নের আগে বা সময়ে, সেই আইন প্রণয়নের সুবিধার্থে এবং এর মাধ্যমে তা প্রণয়নের সুবিধার্থে কিছু করে, তাকে সেই আইন সম্পাদনে সহায়তা করা বলে মনে করা হয়।*

অপরাধের উপাদান*- ১০৭ ধারার অধীনে প্ররোচনা একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র অপরাধ। যখন প্ররোচনামূলক কাজটি করা হয়, তখন অভিযোগটি ১০৯ ধারার অধীনে হবে। তবে প্ররোচনার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য, প্রসিকিউশনকে ১০৭ ধারার নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রমাণ করতে হবেঃ*

অভিযুক্ত (প্ররোচক) তার মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলনে অন্য একজন ব্যক্তিকে (প্রধান অভিযুক্ত) একটি অপরাধ করতে বাধ্য করেছে (যে অপরাধের জন্য প্রধান অভিযুক্তকে অভিযুক্ত করা হয়েছে) এবং প্ররোচক নিম্নলিখিত উপায়ে এটি করেছে-

(i) প্রধান অভিযুক্তকে প্ররোচিত করার মাধ্যমে, অথবা

(ii) প্রধান অভিযুক্তের দ্বারা সেই অপরাধ করার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, অথবা

(iii) প্রধান অভিযুক্তের দ্বারা সেই অপরাধ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ বা অবৈধ বাদ দিয়ে সহায়তা করা।

২১. ২০২৩ এর কাশিবাইত ও অন্যান্যরা বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায়, ফৌজদারি আপিল সংখ্যা .....এস. এল পি (সিআরআই) সংখ্যা . ৮৫৮৪/২০২২ থেকে উদ্ভূত), ২৮.০২.২০২৩-এ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

> ৮. উক্ত বিধানগুলির খালি পড়া থেকে, এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে কোনও ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন -র ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, অপরাধের মূল উপাদানগুলি অর্থাৎ যেখানে মৃত্যু আত্মহত্যা ছিল এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন -র ১০৭ ধারায় বিবেচিত অভিযুক্তের পক্ষ থেকে কোনও প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
>
> ৯. এম. মোহন বনাম রাজ্য প্রতিনিধিত্বকারী উপ-পুলিশ সুপার, (২০১১) ৩ এস. সি. সি ৬২৬-এ, এই আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ১০৭ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ৩০৬-এর বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করার পর নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-
>
> ৪১. এই আদালত রমেশ কুমারের এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ২০-এ [(২০০১) ৯ এস. সি. সি ৬১৮:২০০২ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১০৮৮] "প্ররোচনা" শব্দের অর্থের বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা করেছে। অনুচ্ছেদ ২০ নিম্নরূপঃ (এস. সি. সি পৃ. ৬২৯)

২০. প্ররোচনা হলো "কোনও কাজ" করার জন্য উৎসাহিত করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, উস্কানি দেওয়া, উসকানি দেওয়া বা উৎসাহিত করা। প্ররোচনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য, যদিও প্রকৃত শব্দগুলি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আবশ্যক নয় বা যা প্ররোচনা গঠন করে তা অবশ্যই এবং বিশেষভাবে পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। তবুও ফলাফলকে উস্কে দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত নিশ্চিততা অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান মামলাটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত তার কাজ বা ভুলের কারণে বা ক্রমাগত আচরণের ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যে মৃত ব্যক্তির আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না, যেখানে প্ররোচনা অনুমান করা যেতে পারে। প্রকৃত পরিণতির উদ্দেশ্য ছাড়াই রাগ বা আবেগের বশে উচ্চারিত কোনও শব্দকে প্ররোচনা বলা যাবে না।" উক্ত মামলায় আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রেকর্ডে এমন কোনও প্রমাণ বা উপাদান নেই যার থেকে সীমা (আপিলকারীর স্ত্রী) আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার বিষয়ে আপিলকারী-অভিযুক্তের অনুমান অগত্যা টানা যেতে পারে।

৪২. পশ্চিমবঙ্গ বনাম ওরিলাল জয়সওয়াল [(১৯৯৪) ১ এস. সি. সি ৭৩:১৯৯৪ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ১০৭] মামলায় এই আদালত সতর্ক করেছে যে (এস. সি. সি পৃ. ৯০, অনুচ্ছেদ ১৭) প্রতিটি মামলার তথ্য আদালতকে অত্যন্ত সতর্ক

হওয়া উচিত ও পরিস্থিতি এবং বিচারে উপস্থাপিত প্রমাণগুলি মূল্যায়ন করে যে ভিকটিমের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকৃতপক্ষে তাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছিল কিনা তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে। যদি আদালতের কাছে এটি প্রতীয়মান হয় যে কোনও ভুক্তভোগী আত্মহত্যা করা সাধারণ উত্তেজনা, মতবিরোধ এবং ঘরোয়া জীবনের পার্থক্যের প্রতি অতি সংবেদনশীল ছিল, যা সমাজের জন্য বেশ সাধারণ, যার শিকারটি ছিল এবং এই ধরনের উত্তেজনা, মতবিরোধ এবং পার্থক্য কোনও প্রদত্ত সমাজে একইরকম পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করবে বলে আশা করা হয়নি, তবে আদালতের বিবেককে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট করা উচিত নয় যে আত্মহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত।

৪৩. চিত্রেশ কুমার চোপড়া বনাম রাজ্য (দেথি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল সরকার) [(২০০৯) ১৬ এস. সি. সি. ৬০৫: (২০১০) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই. ৩৬৭] মামলায় এই আদালত উস্কানির এই দিকটি নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। আদালত অভিধানের অর্থ "প্ররোচনা" এবং "গোয়াডিং" নিয়ে কাজ করেছে। আদালত মতামত দিয়েছে যে পরেরটির দ্বারা কোনও কাজ করতে উস্কানি, উস্কানি বা উৎসাহিত করার অভিপ্রায় থাকা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মহত্যার ধরণ অন্যের থেকে আলাদা। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মসম্মান এবং আত্মসম্মান সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা রয়েছে। অতএব, এই জাতীয় মামলাগুলি মোকাবেলায় কোনও কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা অসম্ভব। প্রতিটি মামলার নিজস্ব তথ্য এবং পরিস্থিতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪৪, প্ররোচনা বলতে কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচিত করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও কাজ করতে কোনও ব্যক্তিকে সহায়তা করার একটি মানসিক প্রক্রিয়া জড়িত। অভিযুক্তের পক্ষ থেকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা সহায়তা করার জন্য কোনও ইতিবাচক কাজ না করলে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

৪৫. আইনসভার অভিপ্রায় এবং এই আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া মামলাগুলির অনুপাত স্পষ্ট যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য অপরাধ করার জন্য একটি স্পষ্ট পুরুষ কারণ থাকতে হবে। এর জন্য একটি সক্রিয় কাজ বা সরাসরি কাজও প্রয়োজন যা মৃত ব্যক্তিকে কোনও বিকল্প না দেখে আত্মহত্যা করতে পরিচালিত করে এবং এই কাজটি অবশ্যই মৃত ব্যক্তিকে এমন অবস্থানে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল যাতে সে আত্মহত্যা করে।

১০. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ১০৭ ধারার অধীনে মামলাটিকে 'প্ররোচনা'-এর আওতায় আনার জন্য অভিযুক্তের পক্ষ থেকে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা ইচ্ছাকৃত সহায়তা সম্পর্কিত প্রমাণ থাকতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ৩৭৬ ধারার অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে, একটি প্রমাণও

এর পক্ষ থেকে ইতিবাচক কাজ সম্পর্কিত প্রমাণ থাকতে হবে।। অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচিত করতে বা চালিত করতে সহায়তা করে আত্মহত্যা করতে।

২২. "৯ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের ইয়াদ্দানাপুদিত মধুসূদন রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলার রায়, ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল সংখ্যা ৯০১, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ধারা ৩০৬/৩৪ এর অধীনে অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিও উল্লেখ করেছে।

২৩. বর্তমান মামলায়, এটি নথিভুক্ত করা আছে যে মৃত একজন অভ্যাসগত মাতাল হয়ে ০২.০৮.২০১৭-এ মাতাল অবস্থায় বাড়িতে এসেছিল এবং তার ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং যখন ০৪.০৮.২০১৭ পর্যন্ত সে বাইরে আসেনি, তখন তার স্ত্রী/অভিযুক্ত পুলিশকে জানায়, যারা দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

২৪. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিকভাবে কোনও প্ররোচনার মামলা/প্রমাণ নেই বা ৩০৬ ধারার অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোনও উপকরণ নেই, কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুসারে মৃত্যু 'সাব ডিউরাল সেরিব্রাল হেমোরেজ'-এর কারণে, যা সাধারণত আঘাতের কারণে হয়। এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিকে মাতাল অবস্থায় একটি ঘরে পাওয়া যায় যা ভিতর থেকে তালাবদ্ধ ছিল। ০২.০৮.২০১৭ তারিখে সে মাতাল অবস্থায় এসে তার ঘরে প্রবেশ করে তালাবদ্ধ করে দেয়। আঘাতটি পড়ে যাওয়ার কারণে হতে পারে কারণ মৃত ব্যক্তির শরীরে অন্য কোনও আঘাত পাওয়া যায়নি। সুতরাং অভিযোগ করা অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য কোনও প্রাথমিকভাবে কোনও উপকরণ না থাকায়, এই মামলার কার্যক্রম/বিচার একটি নিরর্থক অনুশীলন হবে।

২৫. রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০২২ লাইভ আইন(এসসি) ৯৯৩, ফৌজদারি আপিল নম্বর(এস) ..... ২০২২ সালের (২০২২ সালের ৩৯ এসএলপি (সিআরএল) নং (এস)

এর ১১ থেকে উদ্ভূত), ২৮ নভেম্বর, ২০২২-এ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

১৫. বিনীত কুমার এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য এই আদালতের একটি সুযোগ রয়েছে এবং আরেকটি, (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯ ৩১শে মার্চ, ২০১৭-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরের রায়ের ২২,২৫ এবং ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছিলঃ

২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ারের পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এই আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য, বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৩. এই আদালত বার বার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রয়োগকে পরিচালনা করে। কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে হাইকোর্টের কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা উচিত। রায়ের ৭ সংখ্যা অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

'৭... এই সুস্থ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে, হাইকোর্ট যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে অথবা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হল কার্যক্রম বাতিল করা উচিত, তাহলে হাইকোর্টের কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল একটি জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জন করা, যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হতে দেওয়া উচিত নয়। একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি খোঁড়া মামলার পিছনের গোপন উদ্দেশ্য, মামলার কাঠামোর উপাদানের প্রকৃতি এবং অনুরূপ বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে হাইকোর্টকে কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে।

ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিছক আইনের লক্ষ্যের চেয়ে বেশি যদিও আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হবে। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হ 'ল রাজ্য এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি বাঁচাতে চায় এমন বিধানের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি না করা হলে, সেই প্রধান এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা মূল্যায়ন করা অসম্ভব।

৪১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত কোনও বিভাগে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সঙ্গে দেখা হয় এবং কার্যধারাটি বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়, তখন হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ বর্ণিত ৭ম বিভাগের অধীনে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না, যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ

'১০২. (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারায় স্পষ্টতই দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা শুরু করা হয়।' উপরের বিভাগ ৭ বর্তমান মামলার তথ্যগুলিতে স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। যদিও, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এর রায়টি উল্লেখ করেছে তবে বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যার উপর আই. ও দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে এবং বর্তমান মামলাটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের উচিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা

তার এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে এবং বর্তমান মামলাটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের উচিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা।

১৬. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা সংজ্ঞায়িত করেছে, যাতে অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায় যেখানে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। এই আদালত হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যরা, ১৯৯২ (১) ৩৩৫ ১০২ অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে এবং নিম্নরূপঃ

"১০২. অধ্যায় XIV এর অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যা এবং ধারা 226 এর অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির ব্যাখ্যার পটভূমিতে, যা আমরা উপরে উদ্ধৃত এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি প্রদান করছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(1) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি যদি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না।

(২) যেখানে এফআইআর-এর সাথে থাকা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপকরণে অভিযোগগুলি, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, যা কোডের ধারা ১৫৬(১) এর অধীনে পুলিশ অফিসারদের দ্বারা তদন্তকে ন্যায্যতা দেয়, ব্যতীত কোডের ধারা ১৫৫(২) এর আওতাধীন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের অধীনে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে উত্থাপিত অকাট্য অভিযোগ এবং এর সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের সংঘটন প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে না।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

১৭. নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫ মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

২৬. এইভাবে নথিভুক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যরা (উপরে)-এর ১০২ অনুচ্ছেদের ১ম নির্দেশিকা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এইভাবে এই মামলাটিকে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের তথ্য ও পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আইন/আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং এইভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থের বিরুদ্ধে হবে।

২৭. ২০২০ সালের সিআরআর ৫৯৭ অনুমোদিত।

২৮. ১৭.০১.২০২০ তারিখে দত্তপুকুর থানা মামলা নং ৬৫৮/২০১৭ তারিখের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৪ ধারার অধীনে দত্তপুকুর থানা মামলা নং ৩৮২৭ থেকে উদ্‌ভূত ২০১৭ সালের জি.আর. মামলা নং ৩৩৯ সম্পর্কিত বারাসতের ৭ম আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, যার ফলে তাৎক্ষণিক মামলা থেকে অব্যাহতির জন্য আবেদনকারীদের আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে, এতদ্বারা বাতিল করা হল এবং দত্তপুকুর থানা মামলা নং ৬৫৮/২০১৭ তারিখের ধারা ৩০৬/৩৪ আইপিসি (এস.সি. মামলা নং ৩৩৯ ২০১৯ যা জি.আর. মামলা নং ৩৮২৭ থেকে উদ্‌ভূত) এর অধীনে কার্যক্রম বাতিল করা হল।

২৯. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হল।

৩০. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হল।

৩১. প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হোক।

৩২. আবেদন করা হলে, এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে দ্রুত সরবরাহ করা হোক।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal